খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফা মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কতৃক ১২ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

ঐশী তকদীর হল আহমদীয়াতের এই কাফেলা ইনশাল্লাহতা'লা ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা এটিকে আরো দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যান। তাই এদিকে গভীর মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে যে আমরা যেন সবসময় এই কাফেলার অংশরূপে টিকে থাকতে পারি।

তাশাহ্হুদ, তাউয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন,

সম্প্রতি আমেরিকা থেকে আমার কাছে এ মর্মে একটি পত্র এসেছে যে, জলসায় আপনি কিভাবে মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করছে বা কিভাবে তবলীগের মাধ্যমে বা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সরাসরি দিক-নির্দেশনা পেয়ে আহমদীয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, মানুষ ঈমানে দৃঢ়তা লাভ করছে, আর আহমদীয়াতের সত্যতা তাদের হৃদয়ে কিভাবে গ্রোথিত এবং প্রোথিত হচ্ছে, এ সংক্রান্ত ঘটনাবলী আপনি বর্ণনা করছিলেন। তিনি বলেন, পত্র লেখক বলেন, এ সব শুনে আমার হৃদয়ে এ বাসনা জাগ্রত হল যে, হায়! আমার মাধ্যমেও যদি পৃথিবীর এ অংশে কেউ আহমদীয়াতভূক্ত হত, আর আমিও যদি এ ধরণের নিদর্শন দেখতাম! তিনি বলেন যে, কিছুক্ষণ পর আমার ফোন বেজে উঠে, ফোন করেছেন এক ভদ্র মহিলা। তিনি বলেন যে, আমি ওয়েব সাইটে আপনার নাম্বার দেখেছি, আর সেই নাম্বার নিয়ে ফোন করছি। ইসলামে আমার গভীর আগ্রহ রয়েছে, আপনার সাথে আমি দেখা করতে চাই। তিনি বলেন যে, আসুন। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সেই মহিলা তাঁর কাছে আসেন, নিজের অবস্থা বর্ণনা করেন। ইসলামের প্রতি কিভাবে তার হৃদয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তা তিনি জানান। ইন্টানেটের মাধ্যমে তিনি বিষদ তথ্য সংগ্রহ করেন।যাইহোক, তিনি বলেন, আহমদীয়া জামাতের ওয়েব সাইটে গিয়ে আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে, অধ্যয়ন করি, রীতিমত এম.টি.এ. ও দেখি। আর এটিও লিখেছেন, বলেছেন যে,অন্য মুসলমান ফিরকা সম্পর্কেও আমি তথ্য সংগ্রহ করেছি, কিন্তু কোথাও আন্তরিক প্রশান্তি পাই নি। প্রত্যেকবার যখনই ইসলামের প্রতি আমার মনোযোগ নিবদ্ধ হত, জামাতে আহমদীয়ার বই-পুস্তক পড়ার প্রতিই আকৃষ্ট হতাম। আমাদের এই আহমদী তাকে বলেছেন যে, সম্প্রতি আমাদের জলসা হয়েছে, তিনি বলেন যে, আমি জলসা দেখেছি এবং এখন আমি প্রকৃত ও সত্যিকার ইসলাম গ্রহণ করতে চাই, আহমদীয়াত গ্রহণ করতে চাই।

সুতরাং কিছু শিক্ষিত মানুষ বা অনেক সময় যুবকদের মাথায়ও এমন ধারণা সৃষ্টি হয় যে, এ ঘটনা হয়তো অতিরঞ্জিত আকারে উপস্থাপিত হচ্ছে, কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, এখানে যা-ই বর্ণনা করা হয়, যে ঘটনাই তুলে ধরা হয়, এগুলো কোন কাহিনী নয়, বরং এগুলো বাস্তব সত্য। খোদার পক্ষ থেকে পরিচালিত বায়ু প্রবাহের কিছু দৃষ্টান্ত আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করে থাকি। যাইহোক, এগুলো আমি বর্ণনা করি যেন আমাদের ঈমানের দৃঢ়তা তৈরী হয় আর যেন আমরা আত্ম বিশ্লেষণের প্রেরণা পাই যে, কতটা আহমদীয়াতের মূল আমাদের হৃদয়ে গ্রোথিত এবং প্রোথিত, কিভাবে আমাদের ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত? কিভাবে আহমদী হওয়ার পর খোদার কাছে পথের দিশা চাওয়া উচিত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে নবাগতদের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু ঘটনা বর্ণনা করব যা থেকে ফুটে উঠবে যে, খোদা তা'লা কীভাবে তাদেরকে পথ প্রদর্শণ করেছেন। শুধু আকর্ষণীয় ঘটনা হিসেবে এগুলো আমাদেরকে শুনলে হবে না বরং এগুলো এমন বাস্তব সত্য ঘটনা যা ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে আর হওয়া উচিৎ। আমাদের ব্যবহারিক অবস্থাও খোদা প্রদত্ত শিক্ষা অনুসারে পরিবর্তন করা আবশ্যক। যেন আমাদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত নবাগতদের ইমানকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করতে পারে। যাইহোক ঐশী সাহায্য এবং খোদা তা'লা কীভাবে পথ প্রদর্শণ করেন এর কিছু দৃষ্টান্ত আমি তুলে ধরবো।তিউনুসের এক ভদ্র মহিলা যার নাম মানিয়া সাহেবা।তিনি বলেন যে, আমার পড়ালেখার প্রতি গভীর আগ্রহ রয়েছে। কুরআন এবং বেশকিছু ইসলামী বই পুস্তক আমি পড়েছি কিন্তু অনেক কথা আমি বুঝতে পারতাম না। এবং আল্লাহ্র কাছে আমি হেদায়েতের জন্য দোয়া করতাম। হঠাৎ একদিন চ্যানেল পরিবর্তন করতে গিয়ে আমি এম.টি.এ পাই। তখন আমি জানতে পারি যে, মসীহে মাওউদ মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) পৃথিবীতে এসে গেছেন। আমি এরপর রীতিমত এম.টি.এ দেখা আরম্ভ করি। আমার আমার সকল সমস্যার সমাধান ধীরে ধীরে হতে থাকে । এরপর আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি যে, হে আল্লাহ্! যতক্ষণ আহমদী না হবো, আমার মৃত্যু যেন না আসে। অবশেষে আমি বয়াত করেছি এবং আহমদীয়াত ভুক্ত হয়েছি। এটি আমার উপর খোদার অনেক বড় অনুগ্রহ।ইয়েমেন থেকে রামদান সাহেব তার বয়াতের ঘটনা লিখে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, চীনা সমাজে বসবাসের আমি সূযোগ পেয়েছি। তাদেরকে খুব ভালো মানুষ পেয়েছি। আমি ভাবতাম যে, এটি কীভাবে হতে পারে যে এরা তাদের সমস্ত সদ্ব্যবহার এবং সৎকর্ম সত্ত্বেও জাহান্নামে যাবে আর আমরা কেবল নামমাত্র মুসলমান হয়েও জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবো? তিনি বলেন, এরপর আমি গবেষণা আরম্ভ করি। ইসলামী সাহিত্য পড়া আরম্ভ করি। বিভিন্ন ইসলামী বই-পুস্তক এবং চ্যানেল দেখেছি। এরি মাঝে একদিন এম.টি.এ দেখার সূযোগ হয়। এরপর স্থায়ীভাবে এমটি.এ দেখতে থাকি। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) এর সত্যতা বোঝার জন্য আল্লাহ্র কাছে অজস্র ধারায় দোয়া করতে থাকি। প্রত্যেকবার এর উত্তর আমি দেহের কম্পন এবং মানসিক প্রশান্তির

মাধ্যমে পেয়েছি। এটি থেকে আমি আশ্বস্ত হয়েছি যে, হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) সত্য। এরপর হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) এর রচনাবলী পড়া আরম্ভ করি। যাতে আমার বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তর পাই। এরপর আমি বয়াত করে জামাতভুক্ত হই।

এরপর হল্যান্ড থেকে টম ওভর সাহেব, তার আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমার বয়স ২২ বছর আর আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।২০১৪ এর প্রারম্ভে আমস্টারডামের বায়তুল মাহমুদে আমি বয়াত করি। আমার শুরু থেকেই ধর্মের প্রতি আকর্ষণ ছিলো। এক বিশেষ বয়সে আল্লাহ্‌র সত্ত্বায় আমার ঈমান দৃঢ় ছিলো কিন্তু বিশেষ কোন ধর্মের প্রতি আমার আকর্ষণ বা মনোযোগ ছিলো না। প্রতিদিন-প্রতি নিয়ত আমার এই চেতনা বাড়তে থাকে যে, পৃথিবীতে পাপ বেড়েই চলেছে। তিনি বলেন যে, প্রতি নিয়ত আমি অনুভব করতে থাকি যে, পৃথিবীতে পাপ অনেক বেড়ে গেছে। এ বিষয় আমাকে জীবনের উদ্দেশ্যের প্রতি গবেষণা করতে বাধ্য করে। আমি গভীর অধ্যয়নে লেগে যাই যে বন্ধুদের সাথে কথা বলতে শুরু করি। এই গবেষণাকালে আমার হৃদয় ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই বিষয়ে আমি আমার দুই আহমদী বন্ধুর সাথেও আলোচনা করি। তাদের সাথে জামাতের কেন্দ্রে যাই এবং সেখানকার পরিবেশ লক্ষ্য করি। এরফলে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, আহমদীয়াতই হল প্রকৃত ইসলাম। এটিও স্পষ্ট হয়ে যায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এসে গেছেন। সকল মুসলমান ঐক্যের সন্ধানে আছেন। আহমদীয়া এমন একটি জামাত যেখানে প্রকৃত ও দৃঢ় ঐক্য রয়েছে। প্রকৃত ঈমানের স্বাদ এখানে পাওয়া যায়। আমি খলীফাতুল মসীহ্‌র কাছে দোয়ার পত্র লিখেছি। চিঠি লেখার পর আমার ওপরে খোদা কৃপা বর্ষণ করেছেন। প্রকৃত সত্য আমার ওপর স্পষ্ট হয়ে গেছে। এরপর আমি মসজিদ মাহমুদে গিয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করি। আমি নামায পড়া শিখছি, পবিত্র জীবন যাপনের চেষ্টা করছি।

এরপর কিরগিস্তিানের সালামত সাহেব বলেন, আমার চাকুরিস্থলে একজন রাশিয়ান কর্মচারীনি ছিলেন। তিনি খৃষ্টান। তার সাথে ধর্ম নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা কালে তিনি এ অধমকে বলেন, আমার এ ধর্মের ওপর পুরো আস্থা নেই। আমি এতে স্বস্তি বোধ করি না। আমি তাকে আহমদীয়াত সম্বন্ধে জানাই এবং ইসলামী নীতি দর্শন পুস্তকটি তাকে পড়তে দিই। তিনি বলেন, ধর্ম সর্ম্পকে আমার যেসব প্রশ্ন ছিল তার সবগুলির উত্তর আমি এতে পেয়েছি। আমি এখন নিশ্চিত ইসলামই প্রকৃত সত্য ধর্ম। তিনি আরও জামাতী পুস্তক পড়েন। যারফলে ইসলামের সত্যতার উপর তার ঈমান আরও দৃঢ়তর হতে থাকে। এই মহিলা কাদিয়ানেও যান, বয়াত করেন এবং ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনারও অন্তর্ভুক্ত হন।

হল্যান্ড থেকে হারজান সাহেব তিনি তার আহমদী হবার কাহিনী এভাবে বর্ণনা করেন, খোদাতা'লার সম্পর্ক স্থাপনের এবং তাঁর ভালবাসা অন্বেষণ করার সবসময় চেষ্টায় থাকতাম। কিন্তু বাইবেল আমাকে সত্যিকার পথ দেখাই নি। একদিন বাড়ি থেকে বাহির হওয়ার সময় অত্যন্ত ব্যাথাতুর হৃদয়ে খোদার নিকট দোয়া করি, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে সত্য পথে পরিচালিত করো। এমন এক সত্তার সাথে আমার সাক্ষাত ঘটাও যিনি আমাকে তোমার সাথে সাক্ষাত ঘটাবেন। সেদিন ছিল হল্যান্ডের বাদশাহর জন্মদিন। সবাই যে যার মতো বাইরে গিয়ে স্টল খুলে। এক ঘন্টা যেতে না যেতেই আহমদীয়া জামাতের একটি বুকষ্টল আমি অতিক্রম করি যেখানে এক আহমদী ভাইয়ের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি আমাকে জামাত সর্ম্পকে পরিচিতি করান। অন্যান্য জামাতী পুস্তক ছাড়াও ইসলামী নীতি দর্শন পুস্তক আমাকে দেন। আমি ঘরে গিয়ে এই বই পড়ি এরপর আমার জগতটাই পাল্টে যায়। আমার কাছে পরিস্কার হয়ে যায় যে ,এই বইয়ের লেখক কোন সাধারণ মানুষ নয়। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষই এমন বই লিখতে পারেন এবং প্রকৃতই ইসলাম সত্য ধর্ম। জার্মানীর জলসার সময় তিনি বয়াত করেন।

লিবিয়া থেকে হালা সাহেবা তিনি লিখেন, লিবিয়া গাদ্দাফী সরকারের পতনের পর আল্লাহ্‌তা'লার কাছে বিগলিতচিত্তে দোয়া করি যে, হে আল্লাহ্! তুমি অচিরেই ইমাম মাহদীকে পাঠাও যেন তিনি সমস্ত পরিস্থিতি সংশোধন করতে পারেন। এরপর হঠাৎ করে চ্যানেল পরিবর্তন করতে গিয়ে একদিন এমটিএ লক্ষ্য করি যেখানে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর ছবি দেখি যা আমার মনোযোগ নিজের দিকে আকর্ষণ করে। আমি এ চ্যানেলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদী দেখা আরম্ভ করি এবং আকিদাগুলি সম্পর্কে অবগত হতে থাকি। এই ধারা এক বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তারপর আমি মনস্থির করি বিলম্ব না করে তাৎক্ষনিক বয়াত উচিৎ। এরপর তিনি আমার কাছে এই দোয়া চেয়ে পত্র লিখেছেন, আপনি আমার ঈমানের দৃঢ়তার জন্য দোয়া করুন।

হুযুর (আইঃ) বলছেন, যদি কেউ আশস্ত না থাকে তবে সত্য পাওয়ার আশায় বিগলিতচিত্তে দোয়া করুন আর এটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি সত্য পথ দেখাও। যদি সত্যি সত্যিই সৎ ইচ্ছা থেকে থাকে তবে অবশ্যই আল্লাহ্‌তা'লা পথ দেখিয়ে থাকেন। কোন না কোনভাবে আল্লাহ্ তা'লা পথ দেখিয়ে থাকেন। কোন কোন সময় স্বপ্নের মাধ্যমেও আল্লাহ্ তা'লা পথ দেখিয়ে থাকেন। এর মাধ্যমে ইসলাম ও আহমদীয়াতের সত্য বাণী মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়।

কিছু স্বপ্ন ভিত্তিক ঘটনা রয়েছে। গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, ডম্বে কাবে নামক এক জায়গার বন্ধু লিখেন, যখন থেকে জামাতে আহমদীয়ার সংবাদ পেয়েছি অনেক ভাল লাগছে। জামাতের অনুসারীদের আচার-আচরণ অনুকরণীয় এবং আদর্শনীয় কিন্তু আমি সব সময় অবাক হতাম,কারণ কি যে, আলেমওলামারা সবাই আহমদীয়াতের বিরোধি? এটি তো হতেই পারে না সব আলেম ওলামারা ভুল। এই কারণে জামাতে আহমদীয়ার দাবীসমূহ সর্ম্পকে সব সময় সন্দেহের মধ্যে থাকতাম। আঞ্চলিক মোবাল্লেগ আমাকে পরামর্শ দিলেন যে, বিষয়টি খোদার কাছে ছেড়ে দাও, দোয়া কর যেন খোদা পথ দেখায়। আমি দোয় করতে শুরু করি। একদিন স্বপ্নে মহানবী (সাঃ)-কে দেখতে পেলাম ।তিনি স্বপ্নে আমাকে বললেন, আসো, আমার দলে আস। তখন মহানবী (সা.)-এর সাথে আরও কিছু মানুষ ছিলেন। আমি মহানবী (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম। মহানবী (সাঃ)-এর সাথে একটি মরুভূমি অতিক্রম করি। মরুভূমি

অতিক্রম করে যে জায়গাটি দেখতে পেলাম সেখানে কিছু মানুষ চোখে পড়ল। যখন তাদের কাছে আসলাম আমি স্পষ্টভাবে তাদের চিনতে পারলাম যে এরা আহমদীয়া জামাতের লোক। অর্থাৎ মহানবী (সাঃ) যেন দুটি দলের সাথে ছিলেন। একটি হলো প্রথম দল আরেকটি শেষ দল। এই স্বপ্নের মাধ্যমে জামাতে আহমদীয়ার সত্যতা আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়। আমি স্বপ্নের কথা মোবাল্লেগ সাহেবকে শোনাই এবং বয়াত করে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হই। ইনি তবলীগও করেন এবং তার মাধ্যমে অনেক ব্যক্তি আহমদী হয়েছেন।

অষ্ট্রেলিয়ার মোবাল্লেগ সাহেব লিখেন, একজন শিখ বন্ধু যার নাম দিপেন্দর সাহেব যিনি জেরে তবলীগ ছিলেন। তিনি অষ্ট্রেলিয়ার সালানা জলসায় অংশগ্রহণ করেন। যথেষ্ট গবেষণার পর একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে তিনি আহমদীয়াত কবুল করেন। মোবাল্লেগ সাহেব বলেন, তিনি দুই সপ্তাহ পূর্বে আমাকে ফোন করেন। ফোনে অত্যন্ত আবেগ আপ্লুত হয়ে কাঁদছিলেন কথা বলতে পারছিলেন না, আর বলছিলেন আমি তিন দিন পূর্বে স্বপ্নে দেখি, আমি এমন একটি জায়গায় অবস্থান করছি যে জায়গাটি অত্যন্ত অন্ধকারচ্ছন্ন ছিল। অন্ধকারের কারণে আমি খুবই ভীত ছিলাম। এমন কি মনে হচ্ছিল আমি নিঃশ্বাস নিতে পারবো না। আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে আসছিল। ভাবছিলাম এই অন্ধকার থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসব। হঠাৎ করে অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখা দেয়। চারদিক আলোকিত হয়ে যায়। এক বুযুর্গ আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়। বলতে থাকে যদি এই অন্ধকার থেকে পরিত্রান পেতে চাও তবে আমার হাত ধর। তিনি আমার দিকে হাত প্রসারিত করেন। আমি তার হাত ধরি। এরপর পরই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। দুইদিন পর্যন্ত আমি অনেক চিন্তা করতে থাকি। এই স্বপ্ন আর সেই বুযুর্গ আমার মন থেকে বেরই হয় না। চিন্তা করতে থাকলাম এটি কেমন স্বপ্ন? সেদিনই সেখানকার মোবাল্লেগ সাহেবকে তাকে ডেকে নিয়ে যান। তিনি আমাকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এবং তাঁর খলীফাদের ছবি দেখান। মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে দেখিয়ে বলেন, ইনি সেই বুযুর্গ যিনি বলেন , আমার হাত ধর , অন্ধকার থেকে পরিত্রাণ পাবে।

মালির মোবাল্লেগ সাহেব লিখেন, হঠাৎ করে একদিন এক ব্যক্তি আমাকে ফোন করে বলেন, আজ থেকে আমি আহমদী। অনুগ্রহ করে আমার বয়াত নিন। বয়াতের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমার মনে হতো এভাবে আল্লাহ্ তা'লা এই ধর্মকে পরিত্যাগ করবে না। অবশ্যই মাহদীর আগমন ঘটবে। কাল রাত্রে দোয়া করে যখন ঘুমালাম তখন স্বপ্নে দেখলাম চাঁদ আকাশ থেকে খসে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে। চাঁদ কাছে আসতে আসতে আমার হাতে এসে যায়। চাঁদ থেকে আওয়াজ আসে মাহদী এসে গেছে। আর তিনি মানুষকে উদার আহ্বান জানাচ্ছেন। তিনি বলেন, আপনাদের রেডিও তো এই ঘোষণাই করছে, **"জায়াল মাহদী, জায়াল মাহদী"**। তাই এখন আর কোন সন্দেহ বাকী নেই। আমি বয়াত করছি।

জার্মানি থেকে ইব্রাহীম কারুন সাহেব লিখেন, জামাতের সাথে পরিচিত হওয়ার পর আমি এম.টি.এ দেখা আরম্ভ করি। এরপর আমি মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য দোয়া করি এবং ইস্তেখারা করি। একদিন নামাযে ইস্তেখারার পর আমি স্বপ্নে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে দেখি। তিনি তাঁর প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসছেন। সেই প্রাসাদের দেয়াল থেকে নুরের কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। আমি এহরাম বেধে তাঁর প্রাসাদের দহলিজের কাছে দন্ডায়মান ছিলাম। আমি ঝুকে আমার বাহু হাঁটুর ওপর রাখি। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর হাত প্রসারিত করে আমার মাথার উপর রাখেন। আমি তাঁর কাছে নিবেদন করি এবং বলি, সামআন ওয়া তা'তান অর্থাৎ শুনলাম এবং মানলাম। এরপর আমি জাগ্রত হয়েগেলাম। এরপর বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়।

এরপর মিশর থেকে আলা সাহেব লেখেন যে আমি মিশরীয় যুবক প্রায় এক বছর পূর্বে এম.টি.এ-র মাধ্যমে জামাতের সাথে পরিচিত হই। এবং মুক্তিপ্রাপ্ত ফিরকা কোনটি তা নিশ্চিত হয়ে যাই। আমার বয়াত গ্রহণ করুন। তিনি বলেন, একরাতে আল্লাহর কাছে বিগলিত চিত্তে দৃঢ়তা ও অবিচলতার জন্য কোন নিদর্শনের দোয়া করি। তখন স্বপ্নে আমি নিজেকে একটি বৈঠকে বসে থাকতে দেখি। তিনি লিখেন যে বৈঠকে আমি আপনাকে দেখেছি। হে হুযুর! আপনি আমাকে একটি রৌপ্য আংটি আমার আঙ্গুলে পরিয়ে দিলেন। যাতে একটি কুরআনের আয়াত লিখিত ছিল। জাগ্রত হয়ে খুবই আনন্দিত ছিলাম। আহমদীয়াতের সত্যতা আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। এরপর সিয়েরালিওন থেকে মোবাল্লেগ সাহেব লিখেছেন, কেনেমা অঞ্চলে একটি দূরবর্তী জামাতের নাম হলো টোংগোফিল। এই জামাতের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয় নি। এই জামাতের পার্শ্ববর্তী গ্রামে এক সৎচরিত্রবান যুবক ছিল। স্থানীয় মানুষ গ্রামের রীতি অনুসারে যুবকদের নেতা নিযুক্ত করার জন্য মুকুট পরায়। সেই যুবক বলেন, যে রাতে আমাকে এই মুকুট পরানো হয়েছে সেই রাতে আমি স্বপ্নে একটি বড় ও একটি ছোট মসজিদ দেখে আমি বড় মসজিদে নামাযের জন্য যেতে চাই। আওয়াজ আসে যদি চাও তোমার দোয়া গৃহীত হোক, আল্লাহর সাথে যদি সম্পর্ক স্থাপন করতে চাও তবে ছোট মসজিদে যাও। আমি যখন ছোট মসজিদে যাই আমি দেখি আমার পিতা সেই মসজিদে বসে আছেন। আর আমাকে বলছেন যে হে আমার প্রিয় পুত্র এটি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মসজিদ। যদি আল্লাহ তালার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় তাহলে শুধু এই মসজিদে এসে নামায পড়। এবং এই জামাতের সাথে যোগাযোগ রেখো। সেই যুবক বলেন, এই স্বপ্নের পূর্বে এই জামাত সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। কিন্তু এরপর চতুর্পার্শ্বের গ্রামের মানুষকে জিজ্ঞেস করি যে এখানে কি কোন আহমদীয়া জামাতের মসজিদ আছে? এক ব্যক্তি আমাকে টোংগো গ্রামের আহমদীয়া মসজিদ সম্পর্কে জানান। এবং সেখানকার মোয়াল্লেমের সাথে আমার সম্পর্ক হয়। এর পর আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করে জামাত ভূক্ত হই। গাম্বিয়া থেকে এক ব্যক্তি লিখেন, নিজের স্বপ্নের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন,

একরাত্রে যখন ঘুমাচ্ছিলেন স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে দেখেন তিনি আসেন এবং তার হাত দৃঢ়ভাবে ধরে আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলেন। স্বপ্নে তিনি সেই ব্যক্তিকে চিন্তে পারেননি। স্বপ্নেই তিনি মানুষকে জিজ্ঞেস করেন এই ব্যক্তি কে? লোকেরা তাকে বলেন, এই ব্যক্তি জামাতে আহমদীয়ার ইমাম। তিনি বলেন এরপর আমার চোখ খুলে যায়। পরের দিন সকালে এই ব্যক্তি আমাদের মিশন হাউজে আসেন। আমাদের মোয়াল্লেম সাহেবকে তার স্বপ্ন শুনান। আমাদের মোয়াল্লেম সাহেব তখন এমটিএ দেখছিলেন। তখন আমার খোতবা জুম্মা সম্প্রচারিত হচ্ছিল। আমাকে দেখার পর তিনি বলেন যে গত রাতে স্বপ্নে ইনিই এসেছিলেন। এরপর তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। কাদীয়ানের নায়েব নাযের দাওয়াতে ইলাল্লাহ সাহেব বলেন, এখানে হনুমান গড়ে একটি গ্রামের নাম হলো মওযাওয়ালি। আর এক ব্যক্তির নাম হলো লাল দীন। কিছু দিন পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেছেন এক মৃত শিশু তাকে বলছে যে আপনার কাছে চারজন ব্যক্তি আসবেন। তারা আপনাকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। তাদের কথা আপনি গ্রহণ করবেন। এবং তাদের সঙ্গ দিবেন এবং তাদের কথামত চলবেন। আমরা যখন লাল দীন সাহেবের বাসায় যাই এবং তাকে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছাই। সব কথা শোনার পর তিনি বলেন যে পূর্বেই আপনাদের আসার সংবাদ আমি স্বপ্নের মাধ্যমে পেয়েছি। আমি আপনাদের অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি এবং তার ছেলেরা অর্থাৎ পুরো পরিবার আহমদীয়াত গ্রহণ করে। কিরগিস্তানের স্থানীয় জামাতের এক নতুন বয়াতকারী বন্ধু যার নাম হলো বাহাদুর সাহেব, তিনি বর্ণনা করেন ১৯৯৮ সনের কথা, এ অধম আসরের নামায পড়ছিল সালাম ফিরানোর কিছুক্ষণ পূর্বে দিব্য দর্শনের অভিজ্ঞতা হয়। আমার ডান কানে সুরা ইউনুসের এই আয়াত আসে যে **"ওয়াল্লাহু ইয়াদউ ইলা দারিস সালাম ওয়া ইয়াহদী মাইয়্যাঁ শাউ ইলা সিরাতিম মুস্তাকিম"।** আল্লাহ তালার শান্তির নিবাসের দিকে ডাকেন আর যাকে চান তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। এই আয়াতের তফসির তোমাকে ভারত থেকে এক শিক্ষক এসে বুঝাবেন। এরপর তিনি চৈতন্য ফিরে পান। একদিন এক পর্যায়ে জামাতে আহমদীয়ার সাথে পরিচিত হই। আল্লাহ তালার বিশেষ কৃপায় জামাত এবং আহমদীয়াত গ্রহণের সুযোগ হয়। ২০১২ সনে আমি বয়াত করি। এ অধম এই আয়াতের তফসির এবং ব্যখ্যা এখন বুঝতে পেরেছে। কেননা মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সম্পর্ক কাদীয়ানের সাথে তাই খোদাতা'লা আমাকে এই ইমামকে মান্য করার এবং জামাত গ্রহণের সৌভাগ্য এবং সুযোগ দিয়েছেন। ভারত থেকে আগত ব্যক্তিই আমার জন্য হেদায়াত এবং শান্তির কারণ হয়েছেন। মালির কলিকোবো থেকে আমাদের মোয়াল্লেম সাহেব লিখেন যে তাদের 'শো' গ্রামের একজন বুযুর্গ বাংগেজারা সাহেব বলেন, দীর্ঘ দিন পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেছেন যে তিনি এক দীর্ঘ দেওয়ালে আরোহণ করছেন। উপরে যখন পৌঁছেন সেখানে অনেক ফুল দেখতে পান। ফুলের ডান পার্শ্বে অনেক মানুষ উপবিষ্ট আছে। স্বপ্নে তাকে বলা হয় যদি ইসলাম শিখতে হয় আর মহা নবী (সাঃ)কে চিনতে হয় তাহলে এদের সাথে যোগ দাও। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি যে এর অর্থ কি। এখন আহমদী রেডিও যার নাম হলো নুর এটি যখন শুনা আরম্ভ করেন। একদিন আবার একই স্বপ্ন দেখেন আর তাকে বলা হয় যে এরা আহমদীয়া রেডিওর মানুষ এদের সাথে যোগ দাও তাহলে খোদা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এরপর আল্লাহ তালার বিশেষ কৃপায় তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। আল্লাহতা'লা মানুষকে যখন পথ প্রদর্শন করেন, এমন ঘটনাবলী শুনে আমরা যারা জন্মগত আহমদী বা পুরানো আহমদী আমাদের দায়িত্বাবলী বেড়ে যায় নিজেদের অবস্থাবলী বিশ্লেষনের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের এবং আমাদের ব্যবহারিক অবস্থা সংশোধনের ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। আমি যেভাবে বলেছি যে সদা স্মরণ রাখা উচিত যে আমাদের আলস্য উদাসিন্য কোথাও যেন আমাদেরকে বঞ্চিত না করে। খোদার বা এটি ঐশী তকদির যে আহমদীয়াতের অগ্রযাত্রা আহমদীয়াতের এই কাফেলা অবশ্যই ক্রমাগত ভাবে এগিয়ে যেতে থাকবে। ইনশাল্লাহ। তাই এদিকে গভীর মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে যে আমরা যেন সবসময় এই কাফেলার অংশ হতে পারি। অংশ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারি। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন- এমন এক সময় ছিল যখন দু এক ব্যাক্তি আমাদের সাথে ছিল, এছাড়া কেউ ছিল না কিন্তু এখন দেখছ দলে দলে মানুষ এদিকে আসছে । **ইয়াতুনা মিন কুল্লে ফাজ্জিন আমিক।** কেবল এখানেই শেষ নয় বরং এর সাথে আরো একটি বিষয় হলো বিরোধীরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে যেন বিরোধীরা এখানে না আসতে পারে কিন্তু সেই কথা অবশ্যই পূর্ণ হয়েছে, সেই বাক্য অবশ্যই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এখন যে নতুন ব্যক্তিই আমাদের কাছে আসে সে এই নিদর্শনের পূর্ণতার নিজেই একটা নিদর্শন। তিনি বলেন- আল্লাহতা'লা চান না যে আমাদের জামাতের ঈমান দূর্বল থাকুক। আল্লাহতা'লা নিজ অনুগ্রহে জামাতের ঈমানকে দৃঢ় করার জন্য নিদর্শনাবলী প্রকাশ করছেন। (আল্লাহতা'লার বিশেষ কৃপায় এ ধারা আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে কিন্তু কিছু এমন দূর্ভাগাও আছে যারা নিদর্শন থেকে না শিক্ষা নেয় আর না সত্যকে চেনার কোন চেষ্টা করে বরং বিরোধীতায় ক্রমশ অধঃপতিত হচ্ছে। এমন মানুষ অবশেষে নিজেদের অশুভ পরিণাম অবশ্যই দেখবে।) হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলছেন যে, "আল্লাহ তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন, আল্লাহ তা'লা আমাকে পাঠিয়েছেন। বিরোধীরা দেখে, যে ব্যাক্তি দাবী করে যে, আমি আল্লাহতা'লার নির্দেশে এসেছি, তার সাথে ঐশী সাহায্য এবং সমর্থন আছে কি না ? কিন্তু এরা নিদর্শনের পর নিদর্শন দেখেছে তারপরও বলে যে, এ মিথ্যাবাদী। তারা খোদার সাহায্যের পর সাহায্য ও সমর্থন দেখেছে, তারপরও বলে যে, এটি সেহের বা জাদু। আমি এদের কাছে কি-ই বা আশা রাখতে পারি যারা আল্লাহ তা'লার বাণীর অসম্মান করে। আল্লাহর কথার সম্মানের দাবী হল , শোনা মাত্রই আত্মসমর্পন করা কিন্তু এরা দুষ্কর্মে আরো এগিয়ে গেছে। তো তারা এখন নিজেরাই দেখুক যে, শুভ পরিণাম কাদের । আল্লাহতা'লা বিরোধীদেরকে শীঘ্রই তাদের অশুভ পরিণামের সম্মুখীন করুন। আহমদীয়াতের এই কাফেলা ইনশাল্লাহতা'লা ক্রমাগতভাবে এগিয়ে যেতে থাকবে। আল্লাহ তা'লা এটিকে আরো দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যান। আমরাও যেন সবসময় এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে টিকে থাকতে পারি।